দৈনিক বাংলা

তারিখ 23 FEB 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

062

ভুলে ভর্তি বোর্ডের বই

অংক বইঃ প্রমাদে ঢালিয়া দিনু মন...!

।। দিলীপ দেবনাথ ।।

টেক্সট বুক বোর্ডের প্রাথমিক শ্রেণীর অংক বইগুলোর প্রণেতারা বোধহয় প্রমাদে মন ঢেলে দিয়েছেন। নাহলে তাদের বইয়ে ৩০ টাকার ৫ শতাংশ ১৫ টাকা বা কোন চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো সমান হলে তা আয়ত ক্ষেত্র বলে ছাপা হচ্ছে কি করে?

অংক বইয়ে এ ধরনের ভুল বক্তব্যের অস্পষ্টতা, উদ্ভট প্রশ্ন, প্রশ্নমালায় খাপছাড়াভাবে অংক বা প্রশ্ন পরিবেশন, মুদ্রণ প্রমাদ ছাত্রছাত্রীদের ভুল শেখানোর জন্যে যথেষ্ট।

বইগুলোর প্রণেতা বাংলাদেশ গণিত সমিতি। ১৮ জন বিশিষ্ট শিক্ষিত ও বিশেষজ্ঞ বইগুলো প্রণয়ন করলেও সেগুলো ভুলের হাত থেকে রেহাই পায়নি।

তৃতীয় শ্রেণীর গণিত বইটি নিয়ে এর ৫ম পৃষ্ঠা দেখুন। এর ৩২ নম্বর অংকটি হচ্ছেঃ এক খানি চারকোণা কাগজকে চার ভাঁজ কর। এটি অংক না ধাঁধা—নাকি অন্য কিছু? ৩১ নম্বর অংকটি হচ্ছে, কয়েকটি বহুল প্রচলিত বাটখারার নাম লেখ। বইটিতে মেট্রিক পদ্ধতির পরিমাপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ৫ম অধ্যায়ে অথচ প্রশ্ন দেয়া হয়েছে প্রথম প্রশ্নমালাতেই। এই প্রশ্নমালারই ৩৫ নম্বর অংকটি হচ্ছে অংক বইয়ের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মাপার। ছাত্রছাত্রীরা কোন এককে মাপবে—বৃটিশ না মেট্রিক পদ্ধতিতে?

বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে অংকের স্থানীয় মানের আলোচনাটিও স্বচ্ছ নয়। এতে 'অংকগুলো' শব্দের পরিবর্তে 'অংকগুলোর' ব্যবহার করায় একটি বাক্য অর্থহীন হয়ে গেছে। এছাড়াও এই অধ্যায়ের ২য় প্রশ্নমালার শেষ (১৫ নং) অংকটিও পাঠক্রমের সঙ্গে সম্পর্কহীন। খাপছাড়াভাবে এ অংকটি এখানে জুড়ে দেয়া হয়েছে।

এ বইয়ের ১৯ পৃষ্ঠায় ৭৪ নং অংকে ২৫ টাকার মাছ ও ১৫৫

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ 23 FEB 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

ঢালিয়া দিনু মন

(প্রথম পৃঃ পর)

টাকার তরকারি কেনার কথা বলা হয়েছে। বাস্তবের সঙ্গে এটি কি সঙ্গতিপূর্ণ?

বিয়োগ অধ্যায়ে ৪ পৃষ্ঠা আলোচনার পরও ছাত্রছাত্রীদের বিয়োগের ব্যবহারিক প্রণালী শেখানো হয়নি। এটি একটি গুরুতর ত্রুটি।

পঞ্চম অধ্যায়ে পরিমাপ ও একক নিয়ে আলোচনার সময় ২টি করে পেন্সিল ছড়ি ও রেখার ছবি দিয়ে বলা হয়েছে যে এর কোনটি বড় কোনটি ছোট তা মেপে বলতে বলা হয়। অথচ ছবি দেখেই ঐগুলোর কোনটি বড় কোনটি ছোট তা স্পষ্টত বোঝা যায়। ফলে বাক্যটি অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

ভগ্নাংশের তুলনা অধ্যায়ে ৭১ পৃষ্ঠায় বৃহত্তর প্রতীক চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ প্রতীক নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে সপ্তম অধ্যায়ে ৮০ পৃষ্ঠায়। ছাত্রছাত্রীরা তাহলে প্রতীকটি চিনবে কি করে?

তৃতীয় শ্রেণীতে ভগ্নাংশের সহজ যোগ-বিয়োগ লসাগু ব্যবহার না করে শেখানো হয়েছে। অথচ ৭৬ পৃষ্ঠায় প্রথম উদাহরণে ১-এর বদলে ২ ভাগের ২ ব্যবহার করা হয়নি। এটি একটি লক্ষণীয় ত্রুটি।

এছাড়া জ্যামিতি অধ্যায়ে ৯৩ পৃষ্ঠায় একটি পোস্ট কার্ড দিয়ে পাঁচটি চতুর্ভুজ আঁক বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

বইটির একটি গুরুতর মুদ্রণ প্রমাদ, 'এরূপ একটি হিন্দু বসাতে হবে।' শব্দটি হবে বিন্দু। এছাড়া 'অনুরূপভাবে' (পৃঃ ৩৩) জাতীয় শব্দ ব্যবহার না করলেও চলতো।

চতুর্থ শ্রেণীর অংক বইটির বিভিন্ন ত্রুটির কিছু উল্লেখ করছি।

বইটির সপ্তম অধ্যায়ে ৫৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে ছকের অংক। একটি ছক দিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশে রাস্তার দৈর্ঘ্য কত মাইল ছিল এবং ১৯৭১-৭২ সাল থেকে ৭৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে পাকা রাস্তা কত মাইল বৃদ্ধি পেয়েছে। ছক থেকে এর উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। কারণ ৭৬ সালের এ সম্পর্কিত কোন তথ্য নেই। অথচ তাই চাওয়া হয়েছে।

এই অধ্যায়েই ৫৮ পৃষ্ঠার ছকে ১·৫৫ লক্ষ, ৪০ হাজার প্রভৃতি সংখ্যা লেখা হয়েছে। এগুলো একই ধরনে লেখা উচিত ছিল।

অষ্টম অধ্যায়ে সাধারণ ভগ্নাংশে (পৃঃ ৬৩) দুটি ভগ্নাংশ সংখ্যার মধ্যে কোনটি ক্ষুদ্রতর/বৃহত্তর বের করতে হলে দুটিরই লব বা হর সমান করতে হবে—